Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ৩০ day of অক্টোবর**, ২০২৩**

Other Suit No. ৮৭৬ / ২০২১

মোহাম্মদ ইদ্রিচ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ ইউছুফ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৬/৫/১৯ খ্রিঃ, ১৩/১০/১৯ খ্রিঃ, ২০/৯/২০ খ্রিঃ, ১৭/০১/২১ খ্রিঃ, ১৫/১১/২১ খ্রিঃ, ১৫/১১/২১ খ্রিঃ, ২৮/৬/২২ খ্রিঃ, ১৭/৮/২২ খ্রিঃ, ১৯/১০/২০ খ্রিঃ, ১০/১১/২২ খ্রিঃ, ১২/১/২৩ খ্রিঃ ও ৩০/৫/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মোঃ মহিউদ্দিন মুহিন ..... Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব দীপক কুমার শীল

জনাব কাজী নুর মোহাম্মদ ..... Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষনামূলক ও বিভাগের প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) ১ নং তপশীলোক্ত মোট ৪৫.৭৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ২ ও ৩ নং বাদীর দাবি ৩৭.৮২ শতক। ১নং বিবাদী মোঃ ইউছুপ হতে গত ০৯/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের ৩৬৬০ নং দলিল মূলে ২, ৩ নং বাদী ১৮ শতক খরিদ করেন। মোছাম্মৎ তারা খাতুন গং হতে গত ২২/০১/১৯৮১ ইং তারিখের ১২৮৯ নং

দলিল মূলে কতেক সম্পত্তি ২/৩ নং বাদী খরিদ করেন। একইভাবে রমিজা খাতুন বিগত ১৮/০৭/২০০১ ইং তারিখে ৪১২৭ নং দলিল মূলে ২, ৩ নং বাদী এবং ১নং বিবাদী বরাবরে কতেক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। রমিজা খাতুন বিগত ৩০/১১/০৮ ইং তারিখে ১৮২৪৮ নং দলিল মূলে ২ নং বাদী মোঃ হারুন বরাবর ১০.৫০ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। বেনছনী বেগম গং গত ২০/০৬/২০০০ ইং তারিখে ৩৬৪০ নং দলিল মূলে ২, ৩নং বাদী এবং ১নং বিবাদী বরাবর ।/৩ (এক কড়া এক ক্রান্তি তিন দন্ত) সম্পত্তি বিক্রি করেন। এভাবে ২, ৩নং বাদী ৫টি দলিল মূলে মোট ৩৭.৮২ শতক বা (১৮И// (আঠার গন্ড তিন কড়া দুই ক্রান্তি) সম্পত্তি খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন।

২) ২নং তফসিলের সম্পত্তি ২, ৩ নং বাদী এবং ১ নং বিবাদীর দাদা শরিয়ত উল্ল্যার খরিদা ও রায়তি স্বত্বীয় সম্পত্তি হয়। শরিয়ত উল্ল্যা মোট ৭ টি কবলা (দলিল নং- ১০৮৫ তাং- ১৬/০৬/৩০ ইং, দলিল নং- ১০৮৭ তাং- ১৬/০৬/৩০ ইং, দলিল নং- ৪০২৭ তাং- ১৩/০৮/৩৬ ইং, দলিল নং- ৩৫৯২ তাং- ১৮/০৭/৩৬ ইং, দলিল নং- ২৮৫১ তাং- ২৭/০৬/৪১ ইং, অংশনামা দলিল নং- ৯৫৬ তাং- ১৬/০২/৪৩ ইং, দলিল নং- ১৩৭৮ তাং- ০৭/০৪/৪২ ইং মূলে সর্বমোট ১১৯.৯৩ শতক ভুমি খরিদ করেছিলেন। পরবর্তীতে হস্তান্তর বাদ শরীয়ত উল্লাহর নিকট ৮৭.৯৯ শতক ভুমি অবশিষ্ট থাকে।

৩) শরীয়ত উল্ল্যা আর. এস. ১৯৩১ এবং ১৯৩৭ নং খতিয়ানের মোট (২৫+২৩)=৪৮ শতক সম্পত্তিতে রায়তি স্বত্বে মালিক ছিলেন। সুতরাং শরীয়ত উল্ল্যার খরিদ ও রায়তী স্বত্বে ১৩৫.৯৯ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। শরীয়ত উল্ল্যার জীবদ্দশায় ভ্রাতা মোঃ ইছমাইল মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে শরিয়ত উল্ল্যাহ মরনে এক স্ত্রী হাকিমজান এবং এক ভাইপো ২, ৩নং বাদী এবং ১নং বিবাদীর পিতা আবুল খায়ের ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। ফলে শরিয়ত উল্ল্যার ত্যাজ্যবিত্তে তৎ স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশে ৩৩.৯৯ শতক সম্পত্তি এবং শরিয়ত উল্ল্যার ভাইপো আবুল খায়ের অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশে ১০১.৯৯ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। শরীয়তউল্লাহর স্ত্রীর প্রাপ্ত ৩৩.৯৯ শতক ভুমি তৎ ভাইপো আবুল খায়ের এর সহিত আপোষমতে হাকিমজান অনালিশী দাগের ভুমিতে স্বত্ববান হওয়ায় নালিশী দাগে হাকিমজানের এর প্রাপ্তীয় স্বত্ব আবুল খায়ের একককভাবে প্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, আবুল খায়ের এর ৩নং তফসিলে বর্ণিত খরিদা সম্পত্তির পরিমান ৩২.৫৯ শতক। ফলে আবুল খায়ের মৌরশী এবং খরিদসূত্রে (১০১.৯৯+৩১.৫৯)= ১৩৩.৫৮ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে ছিলেন।

৪) আবুল খায়েরের ১ম স্ত্রী জরিনা খাতুনের গর্ভজাত কন্যা রমিজা খাতুন হয়। জরিনা খাতুন স্বামীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। আবুল খায়েরের ২য় স্ত্রী ছায়েরা খাতুনের গর্ভজাত ৩ পুত্র ২ ও ৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী হয়। আবুল খায়েরের ত্যাজ্যবিত্তে প্রত্যেক পুত্র $\frac{২}{৭}$ অংশেং ৩৩.৩৮ শতক এবং এক কন্যা রমিজা খাতুন $\frac{১}{৭}$ অংশে ১৬.৬৯ শতক প্রাপ্ত হয়। ছায়েরা খাতুনের গর্ভে ১ম স্বামী আমজু মিয়ার ঔরষজাত

পুত্র মোঃ ইদ্রিছ ছায়েরা খাতুনের ত্যাজ্যবিত্তে ৪.১৮ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। উক্তমতে ১ নং বাদী মাতা হইতে ৪.১৮ শতক এবং ২ ও ৩ নং বাদী পিতা-মাতা হতে ৭৫.১০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। ফলে ২, ৩নং বাদীগণের নিজেদের খরিদা এবং মৌরশী অর্থাৎ (৩৭.৮২+৭৫.১০+১৭.৫০)=১৩০.৪২ শতক এবং ০১নং বাদী মোঃ ইদ্রিছের মাতা হইতে প্রাপ্ত ৪.১৮ শতকসহ ১-৩ নং বাদীগণের সর্বমোট (১৩০.৪২+৪.১৮)=১৩৪.৬০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে তথায় ভোগদখলকার নিয়ত আছেন।

৫) ৩নং তফসিলের সম্পত্তি আবুল খায়ের ২০/০৮/১৯৩৪ ইং তারিখের ৩৪০০ নং কবলা ও ০৯/১২/১৯৪৯ ইং তারিখের ৫৮০৮ নং কবলামুলে খরিদ সূত্রে মালিক স্বত্ববান হন। ১, ২ ও ৩নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীগণের এজমালি সম্পত্তি হয়।

৬) উল্লেখ্য যে, ১ নং বিবাদী মোঃ ইউছুপ গত ১১/০১/২০১৪ ইং তারিখে ৪১৮২ নং দলিল মূলে নুর তাজ বেগম এর বরাবরে ১।//-৩ দন্ত এবং ০১/০৮/২০১২ ইং তারিখের ৮৩০০ নং দলিল মূলে ছৈয়দ আহমদ এর বরাবরে ১ শতক এবং ০১/০৮/২০১২ ইং তারিখে ৮৩০১ নং দলিল মূলে মোঃ হারুন এর বরাবরে ২ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

৭) আর্জির ১, ২ ও ৩নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীগণের এজমালি সম্পত্তি এবং অদ্যবধি সরসে ও নিরসে বিভাগ হয় নাই। বিগত ১৯/০৩/২০১৬ ইং তারিখে ১ নং বিবাদী তাহার মৌরশী প্রাপ্তাংশ হতে বেশী দাবি করিয়া ঘেড় বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করলে বাদীগণ বিবাদীকে বর্তমান দখল বজায় রেখে বন্টনের অনুরোধ করলে বিবাদী অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি. এস. ১৩৬৫/ ১০২৭/ ১৩৬৭/ ১৯৬/ ২০৫২ নং খতিয়ান সমূহ ভুলভাবে লিপি হয়েছে। নালিশী ১/২নং তপশীলোক্ত বি. এস. ৫১৯ নং খতিয়ানের বি. এস. ৮৪৮৬ দাগ বি. এস. সীট এবং সরেজমিনে স্থিত থাকিলেও নালশী বি. এস. ৫১৯ নং খতিয়ানের বি. এস. ৮৪৪৬ দাগ লিপি ভুল ও ভিত্তিহীন হয়। উক্ত ভুল বি. এস. খতিয়ান লিপির কারে বাদীগণের স্বত্ব দখলে মেঘাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বাদীগণ বি. এস. খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষণা সহ বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

৮) অন্যদিকে ১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, ১-৩ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিল আলী আহম্মদ, ফজর রহমান, ছিদ্দিক আহম্মদ, ছবদল আহম্মদ, নূর আহম্মদ, নূর মিয়া, সরিয়ত উল্লাহ, ইমসাইল, আবদুল হাকিম , মোহমেনা খাতুন, খরিদ ফজর রহমান, তমিজ উদ্দিন, খরিদ শরীয়ত উল্লাহ, কালা মিয়া, ইমাম উদ্দিন এবং নিলাম খরিদ সূত্রে নজু মিয়া। তৎমতে তাদের নামে আর এস খতিয়ান ছুড়ান্ত প্রচার আছে। আর এস রেকর্ডী ফজর রহমানের লোকান্তরে স্ত্রী মেহের জান ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস রেকর্ডী ফজর রহমান, ছিদ্দিক আহম্মদ, ছবেদুল আহম্মদ, মামনা খাতুন, নজু মিয়া, তমিজউদ্দিন, নূর মিয়া, মেহেরজান ও কালা মিয়া হইতে আমছুর আলীর পুত্র শরীয়ত উল্লাহ ও তৎ স্ত্রী হাকিমজান গত ১৬/০৬/১৯৩০ ইং, ১৮/৭/১৯৩৬ ইং, ১৩/০৮/১৯৩৬ ইং ,০৭/০১/১৯৩৮ ইং, ২৭/০৬/১৯৪১ ইং , ০১/০৪/১৯৪১ ইং, ০৭/০৪/১৯৪২ ইং ০৬/০৪/১৯৪৩ ইং ও ১৬/০২/১৯৪৩ ইং

তারিখের ১০৮৫, ১০৮৭, ৩৫৮৮, ৩৫৯২, ৪০২৭, ৯৭, ২৮৫১, ২৮৫২, ১১৮৪, ১৩৭৮, ১৫২৮, ৯৫৬ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলামুলে ১৮৬ শতক ভুমি খরিদ করেন। নজু মিয়া ও কালা মিয়া হতে গত ০৩/০৫/১৯৪৩ ইং তারিখে ৩০৫১ ও ২৩/০৮/১৯৪৯ ইং তারিখের ৩৮৬৯ নং কবলামুলে ৪২ শতক ভুমি লাল মিয়া, গুন্নু মিয়া, আলি আহম্মদ ও নূর বকস খরিদসূত্রে স্বত্ববান থাকাবস্থায় নূরবকস আলী আহম্মদ ও মিশ্রিজান ২১/০৮/১৯৩৪ ইং তারিখের ৩৪০৮ ও ১০/১৯৪৯ ইং তারিখের ৫৮৫৮ নং কবলামুলে ৩২.৬০ শতক ভুমি আবুল খাইর ও জবুল খাইর বরাবর হস্তান্তর করেন। গুন্নু মিয়া নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতা লাল মিয়া ওয়ারীশ হয়। উক্ত লাল মিয়া মরনে ১ পুত্র আবুল হোসেন, ১ কন্যা ভেলোয়া খাতুন, স্ত্রী সাবিয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবুল হোসেন ১২/১০/১৯৯৬ ইং তারিখে ৫৯৭০ নং কবলামুলে ২০.৮৩ শতক ভুমি মোঃ ইউসুফ এর নিকট হস্তান্তর করেন। আর এস রেকর্ডী নূর আহম্মদের ওয়ারীশদের সাথে মোঃ ইসমাইলের পুত্র আবুল খায়ের এর মধ্যে ০২/০৫/১৯৬১ ইং তারিখের ২৭৫১ নং অংশনামা দলিল হয় যার মূলে আবুল খায়ের ৩৭ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী শরীয়ত উল্লাহর লোকান্তরে স্ত্রী হাকিমজান, ভাইপো আবুল খায়ের ওয়ারীশ থাকে। হাকিমজান ২৯/০৪/১৯৬৫ ইং তারিখে ২১৬৯, ২১৭০, ২১৭১, ২১৭২,২১৭৩ নং কবলামলে ১০ শতক ভুমি খাজা মিয়া খরিদ করেন। খাজা মিয়া মরনে তৎ ওয়ারীশ তারা খাতুন গং ২১/০১/১৯৮১ ইং তারিখে ১২৮৯ নং কবলামূলে ১০ শতক ভুমি মোঃ ইউসুফ মোঃ হারুন ও মোঃ মুছার নিকট বিক্রয় করেন।

৯) আমছুর আলীর ২ পুত্র আর এস রেকর্ডী মোঃ ইসমাইল ও শরীয়ত উল্লাহ নিজ ও খরিদা স্বত্বে স্বত্ববান থাকাবস্থায় ইছমাইল মরনে ২ পুত্র ৪ কন্যা জবুল খায়ের, আবুল খায়ের, মজলিশ খাতুন, সিরাজ খাতুন, রাবেয়া খাতুন আম্বিয়া খাতুন ওয়ারীশ থাকে। জবুল খায়ের নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতাভগ্নীগণ ওয়ারীশ থাকে।আবুল খায়ের মরনে ১ম স্ত্রী জরিনা খাতুন, কন্যা রমিজা খাতুন এবং ২য় স্ত্রীর ঘরে ছুরা খাতুন, ৩ পুত্র মোঃ ইউছুফ, মোঃ হারুন মোঃ মুছা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মোঃ ইউসুফ ০৯/০৭/৯৬ ইং ১১/৪/২০১০ ইং ও ০১/০৮/২০১২ ইং তারিখের কবলামুলে ২৩ শতক ভুমি আবুল খায়ের এর পুত্র মোঃ হারুন গং দের বরাবর হস্তান্তর করেন। আবুল খায়ের এর কন্যা রমিজা খাতুন ও বেনচুনা বেগম বকসু মিয়ার কন্যাগণ ২০/০৬/২০০০ ইং, ১৮/০৭/২০২০ ইং, ৩০/১১/২০০৮ ইং তারিখের ৩৬৪০, ৪১২৭ ও ১৮২৪৮ নং বিক্রয় কবলামুলে ১৭.৭৫ শতক ভুমি আুবল খায়ের পুত্র মোঃ ইউসুফ, মোঃ হারুন ও মোঃ মুছার নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে ১ নং বিবাদী পৈত্রিক মৌরশী খরিদা সুত্রে তফসিলোক্ত আর এস দাগাদির আন্দরে ৩৪ শতক ভুমিতে স্বত্ববান আছেন। অত্র বিবাদী ৩০০/- টাকার পৃথক কোর্ট ফি দাকিল পূর্বক উক্ত ৩৪ শতক সম্পত্তি বাবদ পৃথক সাহামের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১০) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী ১-৩ নং তফসিলোক্ত ১১৬.৮৫ শতক জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

৮) ১ নং বিবাদী প্রার্থিতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১১) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষী মোহাম্মদ মুছা (P.W.1) এবং বিবাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষী মোহাম্মদ ইউসুফ (D.W.1) কে পরীক্ষা করিয়েছেন। অপরদিকে, বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার সুভাষ বরণ চক্রবর্তী C.W.1 হিসাবে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন। P.W.1 এবং D.W.1 আরজী ও লিখিত জবাবের বক্তব্যকে অনুসমর্থন করে মৌখিক জবানবন্দি প্রদান করেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ১১০৬,১৮৯, ১১১২/১, ৬৩, ১৯৩৭, ১৯৬৬, ১৯৩১ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। পি. এস. ১৯৪ ও ১৪০৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। বি. এস. ১৩৬৫, ২০৫২, ১০০৩, ১০২৭, ১৯৬/১, ১৩৬৭, ৫১৯, ২১১৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। সংবাদের নকল	প্রদর্শনী ৪
৫। ৩৬৬০/৭৬, ৪১২৭/২০০১, ১৮২৪৮/২০০৮ নং মূল দলিল	প্রদর্শনী ৫ সিরিজ
৬। ৩৫৯২/৩৬, ২৮৫১/৪১, ৮৩০১/১২, ৮৩০০/২০১২, ১০৮৫/৩০, ১০৮৭/৩০, ৪০২৭/৩৬, ৩৪০৮/৩৪, ৯৫৬/৪৩, ১৩৭৮/৪২, ৩৮৬৯/৪৯, ৫৮৫৮/৪৯, ২৭৫১/৬১, ১২৮৯/৮১, ৩৬৪০/২০০০ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ৬ সিরিজ
৭। বি এস ১২৩ নং খতিয়ানের সি.সি ও বি এস ১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ
৮। ১৯৪১ ইং সনের ১৮৫২ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৮
৯। ১৯৬৫ ইং সনের ২১৬৯, ২১৭০, ২১৭১, ২১৭২ ,২১৭৩ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৯
১০। ১৯৪১ ইং সনের ১১৮৪ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১০

১১। ১৯৩৪ ইং সনের ৩৪০০ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১১
১২। ২০০২ ইং সনের ৩২৫১ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১২
১৩। ২০০৪ ইং সনের ৬৮৬২ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১৩
১৪। ২০০৫ ইং সনের ১১০৩ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১৪
১৫।১৯৮৯ ইং সনের ১৮২৭ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১৫
১৬। ১৯৬৫ ইং সনের ২১৬৯ নং কবলর সি.সি	প্রদর্শনী-১৬
১৭। খাজনার দাখিলা ৬ ফর্দ	প্রদর্শনী-১৭
১৮। ফারায়েজ আসল কপি	প্রদর্শনী-১৮
১৯। আই ডি কার্ডের ফটোকপি	প্রদর্শনী-১৯

১২) অপরদিকে, সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৬/৬/১৯৩০ তারিখের ১০৮৫ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। ১৮/০৭/৩৬ তারিখের ৩৫৮৮ নং পাট্টা কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। ২৭/০৬/৪১ তারিখের ২৮৫১ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী গ
৪। ১/৪/৪১ তারিখের ১১৮৪ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ঘ
৫। ২২/০১/৮১ তারিখের ১২৮৯ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী ঙ
৬। ২৭/৬/৪১ তারিখের ২৮৫২ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী চ
৭। ৩/৫/৪৩ তারিখের ৩০৫১ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ছ
৮। ২১/৮/৩৪ তারিখের ৩৪০৮ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী জ
৯। ১০/১২/৪৯ তারিখের ৫৮৫৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঝ
১০। ২/৫/৬১ তারিখের ২৭৫১ নং অংশনামা দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ঞ
১১। ১৮/৭/২০০১ তারিখের ৪১২৭ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ট
১২। ১২/১০/৯৬ তারিখের ৫৯৭০ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ঠ
১৩। ওয়ারিশ সনদপত্র মূলকপি (আপত্তি সহকারে)	প্রদর্শনী ড
১৪। আর.এস. ১৮৯/১১০৬/৬৩/১৯৩১/১৯৩৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ঢ সিরিজ
১৫। বি.এস খং নং ১৩৬৭/১৩৬৫/৫১৯/২১১৭/১০০৩ এর সিসি	প্রদর্শনী ণ সিরিজ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৩) প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করলাম। বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত ১-৩ তফসিলোক্ত (৩৭.৮২ + ৫৭.৩৫+ ১৭.৫০ +৪) = ১১৬.৮৫ শতক নালিশী সম্পত্তির বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার সাবেক পটিয়া হাল কর্নফুলী থানাধীন জুলধা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ২০,০০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

১৪) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি বাদীগনের খরিদা ও মৌরশী সম্পত্তি হয় এবং উক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীগণ এজমালিতে যে যার মত সুবিধাজনকভাবে ভোগদখল করে আসছেন। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল হওয়ায় এবং ১ নং বিবাদী মৌরশীসূত্রে তার প্রাপ্য অংশের তুলনায় বেশী সম্পত্তি দাবি করায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ আপোষ চিহ্নিতমতে উক্ত ভূমি বিভাগের আবেদন জানান। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিভাগ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫) বিগত ১৯/০৩/২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২০/০৪/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা সুনির্দিষ্ট তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা

দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৬) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ** " নালিশী ১-৩ নং তফসিলোক্ত ১১৬.৮৫ শতক জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব আছে কি না ? + তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ? পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।_বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত ১-৩ তফসিলোক্ত (৩৭.৮২ + ৫৭.৩৫+ ১৭.৫০ +৪) = ১১৬.৮৫ শতক ভুমিতে স্বত্ব দাবি করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিভাগ প্রার্থনা করেছেন। আলোচনার সুবিদার্থে প্রতিটি তফসিল আলাদাভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

১৭) স্বীকৃতমতে ২/৩ নং বাদী মোহাম্মদ মুছা ও মোহাম্মদ হারুন এবং ১ নং বিবাদী মোঃ ইউসুফ পরস্পর আপন ভ্রাতা। ২ ও ৩ নং বাদী ১ নং তফসিলোক্ত ৪৫.৭৬ শতক ভুমি মধ্যে ৩৭.৮২ শতক বাড়ি ভিটি, পুকর নাল ও খাই ভুমিতে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেছেন। P.W.1 এর দাবিমতে উক্ত সম্পত্তি ৫ টি কবলামূলে ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী খরিদ করেছিল। P.W.1 এর দাবিমতে ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী মোসাম্মৎ তারা খাতুন গং হতে ২২/০১/১৯৮১ ইং তারিখের ১২৮৯ নং কবলামুলে ১০ শতক ভুমি খরিদ করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী উক্ত কবলা [প্রদর্শনী-ঙ] হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। আবার বাদীপক্ষের দাখিলী কবলা [প্রদর্শনী-৫] হতে দেখা যায় ২/৩ নং বাদী বিগত ০৯/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের ৩৬৬০ নং কবলামুলে ১৮ শতক ভুমি ১ নং বিবাদী হতে খরিদ করেন। [প্রদর্শনী-৫(ক)] প্রকাশ মতে ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী রমিজা খাতুন গং হতে ১৮/০৭/২০০১ ইং তারিখের ৪১২৭ নং কবলামুলে ৬.৫ শতক ভুমি খরিদ করেছেন। প্রদর্শনী-৫(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২ নং বাদী রমিজা খাতুন হতে ৩০/১১/২০০৮ ইং তারিখের ১২২৪৮ নং কবলামুলে ১০.৫০ শতক ভুমি খরিদ করেছেন। ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী বেনছনি গং হতে ২০/০৬/২০০০ ইং তারিখের ৩৬৪০ নং কবলামুলে।/৩ দন্ত ভুমি বা ০.৭৪ শতক খরিদ করেছেন [প্রদর্শনী-৬(ঢ)]। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ০৫ টি কবলামূলে ২ ও ৩ নং বাদী সর্বমোট (৬.৬৬ + ১৮ + ৪.৩৩ + ১০.৫০ + ০.৪৯) = ৩৯.৯৮ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন।

১৮) বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ১-৩ নং তফসিলোক্ত আর এস ১১০৬ , ১৮৯, ১১১২।১, ৬৩, ১৯৩৭, ১৯৬৬, ১৯৩১, ১৯৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী ১, ১(ক)-১(চ) ও প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন যথাক্রমে আলী আহম্মদ, ফজর রহমান, ছিদ্দিক আহম্মদ, ছবদল আহম্মদ, নূর আহম্মদ, নূর মিয়া, সরিয়ত উল্লাহ, ইমসাইল, আবদুল হাকিম , মোহমেনা খাতুন,

খরিদ ফজর রহমান, তমিজ উদ্দিন, খরিদ শরীয়ত উল্লাহ, কালা মিয়া, ইমাম উদ্দিন এবং নিলাম খরিদ সূত্রে নজু মিয়া।

১৯) বাদীপক্ষের দাবিমতে ২ নং তফসিলোক্ত ১৩৫.৯৯ শতক সম্পত্তি ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদীর পিতামহ শরীয়ত উল্লাহর খরিদা ও রায়তী স্বত্বীয় ভুমি ছিল। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ২/৩ নং বাদী ৫৭.৩৫ শতক ভুমিতে স্বত্ব দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগনের পিতামহ শরীয়ত উল্লাহ ৭ টি কবলামুলে ১১৯.৯৩ শতক ভুমি খরিদ করেছিলেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত কবলাসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, শরীয়ত উল্লাহ ১৬/০৬/৩০ ইং তারিখের ১০৮৫ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(ঘ) মূলে ১১ শতক, ১৬/০৬/১৯৩০ ইং সনের ১০৮৭ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(ঙ) মূলে ২১.১৬ শতক; ১৩/০৮/৩৬ ইং তারিখের ৪০২৭ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(চ) মূলে ২৫ শতক; ১৮/০৭/৩৬ ইং তারিখের ৩৫৯২ নং দলিল প্রদর্শনী-৬ মূলে ১৮.৫০ শতক; ২৭/০৬/৪১ ইং তারিখের ২৮৫১ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(ক) মূলে ৪৪ শতক; ১৬/০২/৪৩ ইং তারিখের ৯৫৬ নং অংশনামা দলিল প্রদর্শনী-৬(জ) মূলে ০.৮০ শতক; ০৭/০৪/৪২ ইং তারিখের ১৩৭৮ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(ঝ) মূলে ১.৬১ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। বাদীপক্ষের দাবিকৃত উক্ত ৭ টি কবলামূলে শরীয়ত উল্লা ১২২.০৭ শতক ভুমি খরিদ করেছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ দাবি না করিলেও বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ১৮/০৭/১৯৩৬ ইং তারিখের ৩৫৮৮ নং পাট্টা (প্রদর্শনী- খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, শরীয়তোল্লা উক্ত বন্দোবস্তি মূলে ২৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এমতাবস্থায় শরীয়তোল্লার প্রাপ্ত ভুমির পরিমান হয় ১৪৭.০৭ শতক। তবে বাদীপক্ষের আরজি স্বীকৃত মতে হস্তান্তর বাদ শরীয়ত উল্লার নিকট ৮৭.৯৯ শতক ভুমি অবশিষ্ট ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০) বাদীপক্ষের দাবিমতে শরীয়ত উল্লাহর জীবদ্দশায় তাহার ভ্রাতা ইসমাইল মৃত্যুবরণ করেন। আর এস ১৯৩১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(চ) হতে দেখা যায়, ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে শরীয়ত উল্লা উক্ত খতিয়ানের সম্পূর্ণ ২৫ শতক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আবার আর এস ১৯৩৭ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১(ঘ) হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানে ২৩ শতকে মালিক ছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে শরীয়ত উল্লাহ রায়তী স্বত্বে (২৫ + ২৩) = ৪৮ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ছিলেন। এদিকে প্রদর্শনী-চ হতে প্রতীয়মান হয় ২৭/০৬/১৯৪১ ইং তারিখের ২৮৫২ নং কবলামুলে শরীয়ত উল্লাহর স্ত্রী হাকিমজান ৬ শতক জমি খরিদ করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়ত উল্লাহ খরিদা ও রায়তী স্বত্বে সর্বমোট (৮৭.৯৯ + ৪৮) = ১৩৫.৯৯ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ছিলেন এবং তার স্ত্রী হাকিমজান খরিদসূত্রে ৬ শতকে স্বত্ববান ছিলেন।

২১) বাদীপক্ষের দাবিমতে শরীয়তোল্লা মরনে তাহার এক স্ত্রী হাকিম জান ও এক ভ্রাতুষপুত্র ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদীর পিতা আবুল খায়ের ওয়ারীশ বিদ্যমান ছিল। উক্তমতে প্রতীয়মান হয় শরীয়তোল্লার

ত্যজ্য ১৩৫.৯৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রী হাকিমজান ৩৪ শতক এবং আবুল খায়ের ১০১.৯৯ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন।

২২) বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে শরীয়ত উল্লাহর স্ত্রী হাকিমজান তাহার প্রাপ্ত ৩৪ শতক সম্পত্তি শরীয়ত উল্লাহর ভ্রাতুষপুত্র আবুল খায়ের এর সাথে আপোষ বিনিময়ে হাকিমজান অনালিশী দাগের সম্পত্তি গ্রহন করিয়া আবুল খায়ের কে নালিশী দাগের ৩৪ শতক ভূমি প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত বিনিময় সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ বাদীপক্ষ দেখাতে পারেননি। আবার হাকিমজান অনালিশী কোন কোন দাগের সম্পত্তি গ্রহন করিয়াছেন তা আরজি বা সাক্ষ্য প্রমাণে স্পষ্ঠ নয়। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্তে এ ধরনের মৌখিক হস্তান্তরের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। সুতরাং হাকিমজানের ৩৪ শতক ভূমিতে আবুল খায়ের কোন স্বত্ব অর্জন করেননি বলে আমি মনে করি।

২৩) সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবুল খায়ের এর দুই স্ত্রীর মধ্যে ১ম স্ত্রী জরিনা খাতুন স্বামীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা রমিজা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবুল খায়ের এর ২য় স্ত্রী ছায়েরা খাতুন এর গর্ভজাত তিন পুত্র ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী হয়। প্রতীয়মান হয় যে আবুল খায়ের এর মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত ১০১.৯৯ শতক ভূমি মধ্যে প্রত্যেক পুত্র ২৫.৫০ শতক, কন্যা ১২.৭৫ শতক এবং স্ত্রী ১২.৭৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। স্ত্রী ছায়েরা খাতুনের মৃত্যুতে তার পূর্ব স্বামীর পুত্র মোঃ ইদ্রিছ ৩.১৮ শতক প্রাপ্ত হয় এবং ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী প্রত্যেকে ৩.১৮ শতক প্রাপ্ত হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ২ ও ৩ নং বাদী পিতা আবুল খায়ের ও মাতা হতে সর্বমোট ৫৭.৩৬ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-৪ হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী আর এস ১৯৪ নং খতিয়ানের ৫ শতক ভূমি সরকার অধিগ্রহন করেন। ২/৩ ও বাদী ও ১ নং বিবাদী এবং ছায়েরা খাতুন ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলন করেছেন। ২/৩ নং বাদীর অধিগ্রহনের অংশীয় ২.৫০ শতক বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি দাঁড়ায় ৫৪.৮৬ শতক।

২৪) বাদীপক্ষ ৩ নং তফসিলে বর্নিত আবুল খায়ের এর খরিদা সম্পত্তি ৩২.৫৯ শতক দাবি করলেও বিবাদীপক্ষের দাখিলী দালিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবুল খায়ের ২১/০৮/১৯৩৪ ইং তারিখের ৩৪০৮ নং কবলা (প্রদর্শনী-জ) মূলে মৃত ভ্রাতা জবুল খায়ের এর ফুতু অংশ সহ ১০.৬৭ শতক এবং ১০/১২/১৯৪৯ ইং তারিখের ৫৮৫৮ নং কবলা প্রদর্শনী-ঝ মূলে ১৭ শতক ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়। আবার বাদীপক্ষ প্রকাশ না করিলেও বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় ০২/০৫/১৯৬১ ইং তারিখের ২৭৫১ নং অংশনামা দলিল **(প্রদর্শনী-ঞ)** পর্যালোচনায় দেখা যায় আবুল খায়ের উক্ত দলিল মুলে নালিশী আর এস ১৯৩১ ও ১১০৬ খতিয়ান আন্দরে ১৬ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্তমতে আবুল খায়ের খরিদ ও অংশনামামূলে সূত্রে (২৭.৬৭ + ১৬) = ৪৩.৬৭ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৫) উপরিবর্নিত আবুল খায়ের এর স্বত্বীয় উক্ত ৪৩.৬৭ শতক সম্পত্তি হতে প্রত্যেক পুত্র ১০.৯২ শতক, কন্যা ৫.৪৬ শতক এবং স্ত্রী ৫.৪৬ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। স্ত্রী ছায়েরা খাতুনের মৃত্যুতে তার পূর্ব স্বামীর পুত্র মোঃ ইদ্রিছ ১.৩৬ শতক প্রাপ্ত হয় এবং ২/৩ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী প্রত্যেকে ১.৩৬ শতক প্রাপ্ত হয়। এভাবে ১, ২ ও ৩ নং বাদীর মৌরশীসূত্রে সম্পত্তির পরিমান দাঁড়ায় ৫৪.৮৬ + ২৪.৫৬+ ৪.৫৪ = ৮৩.৯৬ শতক। সুতরাং ১-৩ নং বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত ১-৩ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি মধ্যে মৌরশী ও খরিদসূত্রে সর্বমোট (৮৩.৯৬ + ৩৯.৯৮) = ১২৩.৯৪ শতক ভুমিতে স্বত্ববান মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৬) বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস ১৩৬৫, ১০২৭, ১৩৬৭, ১৯৬ ও ২০৫২ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত খতিয়ান সমূহে বাদীগনের পূর্ববর্তীর নাম রেকর্ড না মূলে বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নামে ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে রেকর্ড হয়েছে এবং কতেক বি এস খতিয়ানে বাদীগনের প্রাপ্যাংশের তুলনায় কম লিপি হয়েছে। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস খতিয়ান নং ১৩৬৫ (প্রদর্শনী-৩), বি এস খতিয়ান নং ১০২৭ প্রদর্শনী-৩(গ), বি এস খতিয়ান নং- ১৩৬৭ প্রদর্শনী-৩(চ), বি এস খতিয়ান নং ১৯৬ প্রদর্শনী-৩(ঘ)ও বি এস খতিয়ান নং ২০৫২ প্রদর্শনী-৩(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ান সমূহে বাদীগনের পূর্ববর্তী শরীয়ত উল্লা বা বাদীগনের পিতা আবুল খায়ের এর নামে কতেক খতিয়ানে নাম থাকলেও প্রাপ্য অংশের তুলনায় কম লিপি হয়েছে। আবার কতেক খতিয়ানে বাদীগণ বা তার পূর্ববর্তীদের নামে কোন রেকর্ড হয়নি। তাদের স্থলে বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নাম রেকর্ড হয়েছে। আবার নালিশী ১ ও ২ নং তফসিল বর্নিত বি এস ৫১৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৩(ছ) পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ানে প্রকৃত দাগ নম্বর ৮৪৮৬ দাগের স্থলে ৮৪৪৬ দাগ লিপি হয়েছে যা ভুল মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৭) বিচার্য বিষয় নং -৮ ঃ **১ নং বিবাদী প্রার্থিতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?**

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বিবাদী মোহাম্মদ ইউসুফ তার পিতার মৌরশী ও খরিদা সম্পত্তি হতে পিতা ও মাতার অংশ মিলে (২৮.৬৮ + ১২.২৮) = ৪০.৯৪ শতক প্রাপ্ত হয়। উক্ত সম্পত্তি থেকে অধিগ্রহনকৃত ১.২৫ শতক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৯.৬৯ শতক।

২৮) সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ নং বিবাদী ২ ও ৩ নং বিবাদীর সাথে খরিদসূত্রে প্রদর্শনী-ঙ মূলে ৩.৩৩ শতক, প্রদর্শনী-৫(ক) মূলে ২.১৬ শতক এবং প্রদর্শনী ৬(ঢ) মূলে ০.২৪ শতক একুনে ৫.৭৩ শতক ভুমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ১২/১০/১৯৯৬ ইং তারিখের ৫৯৭০ নং কবলা প্রদর্শনী-ঠ পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কবলামুলে ১ নং বিবাদী ২০.৮৩ শতক ভুমি খরিদ করিলেও

নালিশী আর এস ১৯৩৭ খতিয়ানের ৭০৫৫ দাগে ৩.৩৩ শতক ভূমি খরিদ করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় ১ নং বিবাদী খরিদা সম্পত্তি দাঁড়ায় (৫.৭৩ + ৩.৩৩) = ৯.০৬ শতক।

২৯) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বিবাদী মৌরশী ও খরিদসূত্রে ৩৯.৬৯ + ৯.০৬ = ৪৮.৭৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি থেকে প্রদর্শনী-৫ মূলে ১৮ শতক সম্পত্তি ২/৩ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদী মোঃ ইউছুপ গত ১১/০১/২০১৪ ইং তারিখে ৪১৮২ নং দলিল মূলে নুর তাজ বেগম এর বরাবরে ১।//-৩ দন্ত ভূমি হস্তান্তরের দাবি করলেও উক্ত দলিল দাখিল করেননি। ১ নং বিবাদী মোঃ ইউসুফ ০১/০৮/২০১২ ইং তারিখের ৮৩০০ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(গ) মূলে ছৈয়দ আহমদ এর বরাবরে ১ শতক এবং ০১/০৮/২০১২ ইং তারিখে ৮৩০১ নং দলিল প্রদর্শনী-৬(খ) মূলে মোঃ হারুন এর বরাবরে ১ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। সুতরাং ১ নং বিবাদী বিক্রিবাদ অবশিষ্ট ২৮.৭৫ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় ১ নং বিবাদী উক্ত ২৮.৭৫ শতক সম্পত্তি বাবদ পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩০) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ**" বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পেতে হকদার কি না ? "**

বাদীপক্ষের আরজি, লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত নালিশী ১-৩ নং তফসিল আন্দরে ১১৬.৮৫ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে ১২৩.৯৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। সুতরাং আদালত নির্ধারিত মতে প্রতিকার পেতে বাদীপক্ষ হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাটোয়ারা প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ **১-৩ নং** তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তি মধ্যে ১২৩.৯৪ শতক ভূমি বাবদ ছাহাম পাবেন। অপরদিকে ১ নং বিবাদী ২৮.৭৫ শতক সম্পত্তি বাবদ পৃথক ছাহাম পাবেন।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে যে নালিশী তফসিলোক্ত ভূমি সংক্রান্ত বি এস ১৩৬৫/ ১০২৭/ ১৩৬৭/ ১৯৬/ ২০৫২ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে যা দ্বারা বাদীপক্ষ বাধ্য নন।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপোষে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।